মেহেরপুরের উন্নয়ন ভাবনা-২য় পর্ব

৩। মেহেরপুর জেলাবাসীর জীবনের সাথে অতোপ্রত ভাবে জড়িয়ে আছে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল এবং মা ও শিশু কেন্দ্রটি। হাসপাতালের বয়স আজ ২০/২২ বছর হলো কিন্তু চার গুণ রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও চিকিৎসা সেবা বহুধাপ নেমেছে নীচে, যা আমাদের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

এই হাসপাতালের উপর ভর করে অনেকে বড় বড় নেতা ও সম্পদশালী হয়েছেন এবং হচ্ছেন অথচ হাসপাতালের দুঃসময় তাদের কাছে শুধুই রাজনীতির হাতিয়ার মাত্র। উল্লেখ্য ইতোমাধ্যে নতুন ভবনের কাজ শুরু হয়েছে ।

চরম অবহেলিত এই আধুনিক হাসপাতালকে ২৪ ঘন্টা নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, সেন্ট্রাল এসি, লিফ্ট সিস্টেম করা সহ সাধারণ মানুষের সর্বোচ্চ সেবা পাওয়ার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করা এবং ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল এন্ড মেডিকেল কলেজে উন্নতিকরণসহ পর্যাপ্ত চিকিৎসকের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

অনুমোদন প্রাপ্ত নার্সিং ইনষ্টিটিউট দ্রুত বাস্তবায়ন, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন ডাক্তার বিহীন সেবা চলছে এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলির সেবা নিশ্চিত করাসহ মেহেরপুর শহরসহ ২ উপজেলায় ডায়াবেটিস হাসপাতাল আধুনিক উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ। সমৃদ্ধি অর্জনের পূর্বশর্ত দেশ প্রেম চেতনায় সৃষ্টিশীল মেধা প্রতিভা ও সততার সর্বোচ্চ সম্মান এবং মূল্যায়ন করতে হবে।

৪। আগামীতে নিশ্চিত পানি যুদ্ধ। এই যুদ্ধের অন্যতম ভয়াবহতা মোকাবেলা করতে হবে মেহেরপুরবাসীকে। সেইদিক বিবেচনা করেই এখন কেবলই স্মৃতি বিজড়িত বাংলার নদী মাতৃক নিশ্চিত প্রবাহকে ফিরিয়ে আনতে বিশেষ পরিকল্পনাকে কাজে লাগিয়ে মেহেরপুর জেলার প্রাণ ভৈরব, কাজলা ও ছেওটিয়া নদী সহ সকল নদী পরিকল্পিতভাবে গভীর খনন করা এবং পানির দীর্ঘ মেয়াদি চাহিদা সুনিশ্চিত করা। উল্লেখ্য ভৈরব নদী শেখ হাসিনার সরকার অনেকাংশে ইতোমধ্যে খনন করেছে। ভৈরবনদী সহ রক্ষণাবেক্ষণ সংস্কার জেলা পরিষদ পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ভৈরব কেন্দ্রিক পঞ্চমুখি পর্যটন স্বনির্ভর প্রকল্প বাস্তবায়ন দরকার।

শিক্ষিত যুবক যুবতি নিয়ে সমবায় ভিত্তিক এই স্বনির্ভর প্রকল্প চালু করা। নেট খাঁচা পদ্ধতিতে সমবায় বাণিজ্যিক মাছ চাষ, ২৫ লক্ষ ডিম উৎপাদন ক্যাম্বেল হাঁস ও রাজ হাঁস পালন, মোটা তাজাকরণ প্রকল্পে গরু ও মহিষ পালন, নদীর দুই পাড়ে নার্সারি ও পরিকল্পিত বৃক্ষরোপণ, ওয়াকিং জোন, জিমনেশিয়াম, ঝুলন্ত কারট্যুরিজম এবং পর্যটন তরী নামে ৬টি ১৮ জন পর্যটক বহনকারী স্পিডবোটের মাধ্যমে একটি বহুমুখি ইকোপর্যটন স্বনির্ভর প্রকল্প চালু যা ২০৪১ সালে সমৃদ্ধি অর্জনে একটি মডেল হতে পারে। সেখান থেকে বছরে কোটি কোটি টাকা আয় করা সম্ভব।

জেলার যে সব সরকারী খাল, বিল, খাস জমি আছে তার উন্নয়নে টি.আর, কাবিখার মত প্রকল্প গ্রহণ করে সংষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং আধুনিকভাবে গড়ে তোলা। প্রকৃত মৎসজীবী ও নিম্ন আয়ের শ্রমজীবীদের অংশ গ্রহণে অধিকার রক্ষা করা। ভৈরব নদী কেন্দ্রিক সমবায় ভিত্তিক গভীর সেচ প্রকল্প চালু করা। হারিয়ে যাওয়া প্রচুর পুষ্টি, লাভজনক ও চাহিদাযুক্ত বিশ্ব সেরা ব্লাক বেঙ্গল খ্যাত মেহেরপুরের কালো ছাগল ও বলিষ্ঠ গাড়ল (ভেঁড়া) বিদেশে রপ্তানি হবে। একটি বাড়ি একটি খামারের মাধ্যমে ও সমবায় ভিত্তিক বাণিজ্যিক উৎপাদনের মাধ্যমে। বিসিক সংলগ্ন জাপনী ছাগল পালন ফার্মটিকে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল উৎপাদনে নতুন ভাবে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা। ভৈরব নদী কেন্দ্রিক সেভ লাইফ নামে মিনারেল ওয়াটার বাজারজাত করণ।

পাটের সোনালী দিন ফিরে আসছে, বিশ্ব ব্যাপী চাহিদাও বাড়ছে। সরকারী বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিটি গ্রামে পচন প্রক্রিয়া চালু করা যেন পাটের গ্লেজ, আঁশ নষ্ট না হয় তেমনি সরকারীভাবে পাট ক্রয় চালুর আহবান জানায়। নদীর পানি যেন ক্ষতির সম্মুখীন না হয়। মেহেরপুর পৌরসভাসহ এমন শহরের বিভিন্ন ধরনের দূষিত পানি যেন সরাসরি নদীতে না পড়তে পারে সে ব্যপারে রিফাইনজোন স্থাপনে কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহণ।

নিম্নবর্ণের সংখ্যা লঘুদের অধিকার সংরক্ষণ করা। ভয়াবহ মরণব্যাধি দুর্নীতি যা উন্নয়নের বড় বাধা, তাই সর্বোক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহার বাধ্যতামূলক চালু করা সহ বিকেন্দ্রীকরণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

৫। সেবাই মানবতার শ্রেষ্ঠ কর্ম, যা স্রষ্ঠার শ্রেষ্ঠ চাওয়া। যাদের সেবাতে এ দেশ চলে সেই সব মেহনতি মানুষের আজ সর্বক্ষেত্রে চরম বৈষম্যের শিকার যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। আমাদের মনে রাখতে

হবে সৃষ্টিকর্তা বৈষম্য আর সমন্বয় করেই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন কিন্তু আমরা সেই সমন্বয় বাস্তবায়ন করতে চরমভাবে ব্যর্থ। যাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অতিকষ্টে উপার্জিত অর্থ হতে বাংলাদেশের সর্ব উচ্চ থেকে সর্বনিম্ন ব্যক্তির বেতনের ৮০ ভাগ পরিশোধ করা হয় অথচ সেই শ্রমজীবী মানুষ আজ চরম ভাবে অবহেলিত। নারী-পুরুষের বৈষম্য ঘুচিয়ে সকল ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করা। যে কোনো অপচয় রোধ করি এবং সঞ্চয়ী হই, আবেগ দিয়ে নয় বিবেক দিয়ে বিবেচনা করি, কর্মকে সাথী করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রীতি, বন্ধন, উন্নয়ন, মানবতার আধুনিক মেহেরপুর গড়ে তুলি। ইতিহাস আমাদের শক্তি, সমৃদ্ধি অর্জনের অনুপ্রেরণা।

৬। সারা বাংলাদেশের মধ্যে অন্যতম আদর্শ সেরা কৃষি অঞ্চল হিসাবে খ্যাত এই মেহেরপুর জেলা। এখানকার উর্বর কৃষি জমি রক্ষা এবং কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ঠিক মূল্য ও আধুনিক কৃষি সেবা পাওয়ার সুব্যবস্থা করা। শস্য ফলজ, তৈলজ, প্রাণীজ ও মৎস এই তিন মিলেই আধুনিক কৃষিতে বিপ্লব ঘটেছে। সুস্বাস্থ্য জাতি গঠনে রাসায়নিক সার, বিষ ও ভেজাল খাদ্য ব্যবহারে নিরুৎসাহিত এবং জৈব সারের ব্যবহার বাধ্যতামূলক নিশ্চিত করা।

গাংনী মেহেরপুর জেলার সংসদীয় ২ আসন। ৯টি ইউনিয়ন, একটি উপজেলা, একটি পৌরসভা ও একটি থানা নিয়ে গঠিত। বাংলাদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চল। জেলার সার্বিক উন্নয়নে গাংনী উপজেলাকে বিশেষ পরিকল্পনার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। এর মধ্যে গাংনীর চিৎলা কৃষি ফার্ম বাংলাদেশের সেরা একটি বৃহৎ বীজ উৎপাদন সেন্টার।

সময়ের প্রয়োজনেই এই ফার্মটিকে একটি আন্তর্জাতিক মানের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি ও জিওগ্রাফী বিশ্ববিদ্যালয় ও রিসার্স সেন্টার চালু করা। ইতোমধ্যে সেখানে কৃষি বিশ^বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয় আলোচনায় আসছে। গাংনীর ভাটপাড়া নীলকুঠি প্রায় ১৪০ বিঘা জমির উপর ব্রিটিশ ব্যবহƒত একটি ঐতিহাসিক স্থান। এখন সরকারী আওতায় এই স্থানটিকে আয় বর্ধক পর্যটন কেন্দ্রীক একটি অর্থনৈতিক জোন গড়ে তোলা। সেখানে যে পার্কটি গড়ে তোলা হয়েছে তার আধুনিকায়ন করতে হবে। (চলবে)

আজকের চারাগাছ অচিরেই মহীরুহুতে পরিণত হবে

অগণিত পাঠকের ভালবাসা নিয়ে স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে চলেছে ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’। নিজ জেলা মেহেরপুরকে জয় করে পত্রিকাটি এখন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের চারটি জেলায় অবস্খান করে নিয়েছে। সেদিন খুব বেশি দূরে নয় যেদিন পত্রিকাটি হবে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সেরা পত্রিকা। সেই স্বপ্ন পূরণে একঝাঁক কর্মীর নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে স্বাধীনতার তীর্থ ভুমি মেহেরপুরে একমাত্র দৈনিক ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ সবসময় বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে আসছে। মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রতিটি সংবাদ এলাকার উন্নয়নে, জনগণের কল্যানের কথা চিন্তা করে প্রকাশ করা হয়। সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের কর্মীরা কখনো রক্তচক্ষুকে ভয় করে না। সাহস ও উদ্যামের সহিত সমস্যা ও সম্ভাবনার সংবাদ পরিবেশনে তৎপর রয়েছেন। সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলার সাহসকিতা নিয়ে আমাদের সংবাদকর্মীরা কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদের সাহসী সংবাদকর্মীরা আমাদের শক্তি আর অগণিত পাঠক আমাদের প্রেরণার উৎস। এছাড়াও আমাদের কলাকুশলী, বিক্রয় প্রতিনিধিদের নিরলস প্রচেষ্টায় আমরা একটি স্বপ্নের বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে চলেছি।

পত্রিকা প্রিন্টিং ভার্সনের পাশাপাশি অনলাইন ভার্সনেও (https://www.meherpurpratidin.com/) আমরা ২৪ ঘন্টা আপডেট থেকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বাংলা ভাষাভাষি মানুষের কাছে সংবাদ পৌছে দিচ্ছি। অল্প দিনের যাত্রায় আমাদের অনলাইন এলেক্সা র্যাংকিং এক হাজারের ঘরে স্থান করে নিয়েছে। যা আমাদের জন্য ঈর্শর্ণীয় সাফল্য। প্রতিমাসে আমাদের অনলাইনের মাধ্যমে সংবাদ পড়েন প্রায় লক্ষাধিক পাঠক।

মেহেরপুর প্রতিদিন ২য় বছর পার করে ৩য় বছরে পদার্পন করেছে গত ২৬ মার্চ। বৈষ্ণিক করোনা মহামারী পরিস্থিতি বিবেচনায় আমাদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সকল কর্মসূচী স্থগিত করা হয়। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর প্রতিদিন এর সাফলা কামনা করে শুভেচ্ছা বাণী দিয়ে কৃতজ্ঞতার বাঁধনে আবদ্ধ করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্য মন্ত্রী ড. হাসান

মাহমুদ, মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি, মেহেরপুর প্রতিদিন এর প্রকাশক এম এ এস ইমন।

পত্রিকাটির মানন্নোয়ন ও কলেবর বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর। যে প্রতিষ্ঠানি পত্রিকাটি কে মিডিয়াভুক্ত করে সরকারি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করার সুযোগ করে দিয়েছে। বিভিন্ন দিবসগুলোতে ক্রোড়পত্র প্রদান করে আমাদের চলার পথকে সহজ করেছে। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি ও বিভিণ্ন প্রতিষ্ঠান প্রধানদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ। যাদের বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে পত্রিকার আয়ের পথকে মসৃণ করতে পেরেছি।

দুই বছরের একটি চারা গাছ পরিচর্যার মাধ্যমে অচিরেই মহীরুহুতে পরিণত হবে। ঐতিহ্যবাহী মুজিবনগর খ্যাত মেহেরপুরে একটি নতুন ইতিহাস রচনা করবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ইতিমধ্যে দুই বছরের চলার পথ কখনোই মসৃন ছিল না। আমরা যেমন পাঠকদের ভালবাসা পেয়েছি, একই সঙ্গে পেয়েছি সমালোচনা। প্রতিটি সমালোচনা আমাদের নতুন পথ সৃষ্টি করতে সহায়তা করেছে। সমালোচক পাঠকরাই আমাদের উন্নতির পথে অনন্যা ভূমিকা পালন করে আসছেন।

দুই বছরের সকল ব্যার্থতার দায় কাঁধে নিয়ে নতুন বছরে সফলতার পথে হাঁটতে চাই। সকল পাঠকের কাছে পৌছাতে চাই আনন্দের বার্তা। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভক্ষণে সকলকে আবারো শুভেচ্ছা।

সবশেষে করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখি, ঘণ ঘণ সাবান ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিস্কার করি। নিজে বাঁচি, অপরকে বাঁচায়। জয় হোক মাববতার, করোনা দূর হোক। পৃথিবীটা আবারো ভরে উঠুক আনন্দে।

ইয়াদুল মোমিন

সম্পাদক

মেহেরপুর প্রতিদিন

আমাদের আয়না ও নারী দিবস

আজ সারা পৃথিবীতে সমতা ও মর্যাদার সমাজ প্রতিষ্টার জন্য নারী দিবস পালিত হচ্ছে। কিন্তু এই দিবস আমাদের জীবনে কী প্রভাব ফেলছে তার একটা রিক্যাপ হওয়া দরকার। এই ময়নাতদন্তের যোগ্যতা আমার নেই। এটা বোদ্ধা ও চিন্তাবিদরা করবেন। আমি একজন উন্নয়ন কর্মী হিসেবে আমার শোনা কিছু ঘটনা সামনে নিয়ে আসতে চাই। আমি দেড় যুগের মতোন সময় ধরে উন্নয়ন কর্মী হিসেবে নারীদের সাথে কাজ করছি। বিভিন্ন প্রশিক্ষনে থাকার সুযোগ হয়েছে। এই সময়ে অধিকাংশ নারীই তাদের চোখের পানিতে নিজেদের গল্প শোনান। তারই কয়েকটি এখন সামনে নিয়ে আসতে চাই।

ঘটনা ১◌ঃ
দক্ষিণ অঞ্চলের কোন এক জেলার অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। তিনি শুরু করলেন।
তোমার প্রশিক্ষণে আসার দিনের ঘটনা। আমি বাসে আসবো। টার্মিনালে যাবার পর ড্রাইভার, সুপারভাইজার আমাকে সম্মানের সাথে সিটে বসিয়ে দেন। পাশের সিটটি ফাঁকায় ছিলো। আমি ওদের কথা চিন্তা করে কোন নারী অথবা অল্প বয়সী কাউকে বসাতে বললাম। গাড়ি ছাড়ার আগে এক কিশোরকে পাওয়া গেল। আমি তাকে পাশে বসিয়ে নিশ্চিত যাত্রা শুরু করলাম। একসময়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ একটা অস্বস্তি নিয়ে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমার শরীরে অযাচিত স্পর্শ করছে। আমার ঘুম ভেঙে গেল। পাশে নির্বিকার কিশোর শুয়ে আছে। কিশোর ছেলটার দিকে তাকিয়ে আমার নিজের উপর প্রচন্ড রাগ হলো। নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিলা আমি। ছি! একটা কিশোর ছেলে যে কিনা আমার নাতির চেয়েও ছোট তার সম্পর্কে ভুল ধারনা করছিলাম। আমার আর ঘুম আসলো না। আমি চোখ বন্ধ করে শুয়ে ছিলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার একই অনুভূতি। আমি এবার স্পষ্ট বুঝতে পারছি আমার পাশের কিশোর আর কিশোর নেই সে পুরুষ হয়ে গেছে। তার হাত ই আমার শরীরে। লজ্বায় ঘৃনায় নিজেকে সামলাতে পারিনি। দিলাম এক থাপ্পড়। শব্দে সুপারভাইজার আসলো, আমি শুধু এইটুকু বলতে পারছিলাম যে, জানোয়ার টাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দাও। আমি সারা রাস্তা কেঁদেছি আর ভেবেছি কেন এইটা হলো। আমি আসলে ঐ কিশোরের কাছে কোন মানুষ ছিলাম না

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

মতোন একটি ঘটনা।
তাই দিবস পালন নয়, আমাদের মগজে যেদিন নারী মানুষ হিসেবে স্থান পাবে সেদিনই শুধু মাত্র একটি সমতার ও মর্যাদার সমাজ গড়ে উঠবে। কবে হবে সেটা? এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। আমার ধারণা উপরওয়ালার কাছে করলেও তিনি কান্নাকাটি শুরু করবেন কারন ঐদিনের খবর তাঁর কাছেও নেই।…

মতিন স্যার চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন

মেহেরপুরের জনপ্রিয় শিক্ষাবিদ, ক্রীড়া সংগঠক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন আবদুল মতিন মাষ্টার। মেহেরপুরের শিক্ষা ও ক্রীড়া উন্নয়নে তিনি আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। দেশ-মাটির স্বাধীনতার জন্য তিনি যেমন মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন, তেমনি তিনি দেশ স্বাধীনের পর এই মাটির ভবিষ্যৎ সন্তানদের আদর্শ নাগরিক ও ক্রীড়াঙ্গনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সারা জীবন পরিশ্রম করে গেছেন। কাউকে খুশি করার জন্য তিনি নয়, শুধু মাত্র দেশ-মাটিকে ভালবাসার তাগিদেই তিনি এ অঞ্চলের নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। শিক্ষা উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য তিনি পাঁচবার মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও একবার রাষ্ট্রপতি পদক লাভ করেন। জাতীয় পর্যায়ে সেরা শিক্ষকের সম্মাননা ছাড়াও তাঁর বড় অর্জন অগণিত শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের ভালোবাসা ও সম্মান। শিক্ষাবিদ, ক্রীড়া সংগঠক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মতিন মাষ্টারকে মেহেরপুরের সর্বস্তরের মানুষ চিরকাল শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।
আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আমি তাঁর ছাত্র ছিলাম এবং আমাদের তিনি খুব ভালবাসতেন। শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁর সাথে আমার যোগাযোগ ছিল। মেহেরপুরে গেলে স্যারের সাথে দেখা হতো, কথা হতো। স্যারের খবর আমি সবসময় আমি রাখতাম।

মনে পড়ে মাওলানা আব্দুল হাকিম ছিলেন মেহেরপুর বি.এম. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক। তিনি নিজ হাতে এই শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন। তখন এর নাম ছিল মক্তব স্কুল। টিনের এই মক্তব স্কুলটি পরে বি.এম. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপ নেয়।

আবদুল মতিন স্যার স্নাতক ডিগ্রী অর্জনের পর ১৯৬৬ সালে মেহেরপুর শহরে মক্তব নামে পরিচিত এই বি. এম. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন । এই বিদ্যালয়ে প্রায় চার দশক শিক্ষকতা করে প্রধান শিক্ষক হিসেবে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি মেহেরপুর সরকারী বিএম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই চাকুরি থেকে অবসর নেন ২০০৭ সালে। ১৯৮৫, ১৯৮৭, ১৯৯৩, ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালে জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত ছাড়াও ১৯৮১ সালে গণশিক্ষায় জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে রাষ্ট্রপতি পদক পান। ১৯৭১ সালে ‘মুজিবনগর কর্মচারী’ ডিগ্রী লাভ করেন। মতিন স্যার এই বি. এম. প্রাথমিক স্কুলটি বেশ জনপ্রিয় করে তোলেন এবং জেলার একটি আদর্শ বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করতে সক্ষম হন।

আবদুল মতিন মাষ্টার ১৯৫০ সালের ৩০ জুলাই তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমার করিমপুর থানার বিশোরপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

আমি ১৯৬৫ সালে মক্তব স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। মাওলানা আব্দুল হাকিম স্যার ছিলেন খুব কড়া শিক্ষক। পড়া না পারলে তিনি আমাদের বেত দিয়ে খুব মারতেন। আরো ছিলেন দাশু স্যার। তিনি খুব নরম প্রকৃতির শিক্ষক ছিলেন এবং ছাত্রদের আদর করতেন। ১৯৬৬সালে মতিন স্যার এই মক্তবখানায় সহকারি শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ছাত্রদের তিনি খুব ভালবাসতেন এবং সুন্দরভাবে বুঝাতেন। মিডিয়া ব্যক্তিত্ব সৈকত রুশদীও ছিলেন স্যারের ছাত্র। মনে পড়ে আমাদের সাথে ছিল আযম খান দীপু, পল্লব ভট্টাচার্য(তরুণ), ইকবালসহ অনেকে। আমি পরের বছর মেহেরপুর হাইস্কুলের সকালের শিফটে ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হলাম। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে মতিন স্যারের সাথে আমার যোগাযোগ ছিলেন।

মনে পড়ে আমি যখন মেহেরপুর সরকারি হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র। তখন মতিন স্যার মেহেরপুর কিছু তরুণ ছেলেদের ফুটবল খেলা শেখানোর জন্য একত্রিত করেছিলেন। তার মধ্যে আমিও ছিলাম। তখন আমি খুব পাতলা ছিলাম। স্যার আমাদের সবাইকে খুব সকালে হাইস্কুল মাঠের পশ্চিম পাশে ঈদগাহ মাঠে (এখন স্থান মহিলা কলেজের অংশ)শরীর চর্চা করাতেন ও ফুটবল খেলা শিখাতেন। মহকুমা পর্যায়ে বড় ফুটবল খেলা হলে আমাদের ড্রেস পিরিয়ে সম্মানের সাথে খেলা দেখাতেন।

ছাত্র জীবনে দেখেছি, মতিন স্যার চমৎকার ফুটবল খেলতেন। তিনি ও

রহমান স্যার ফুটবলের জগতে সেরা ছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে তার দুজনই রেফারী হিসেবেও বেশ নাম করেছেন। সেসময়ে মেহেরপুরে

র সেরা সেরা ফুটবল খেলাতে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রেফারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

আমি যখন কলেজের ছাত্র। তখন আমরা মেহেরপুরের ছেলেমেয়েদেরকে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ধারাপাত খেলাঘর আসর প্রতিষ্ঠা করি। এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ছিলাম আমি। আর মতিন স্যারকে সভাপতি করেছিলাম। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে আমাদের সকল কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আমাদের সাথে ছিলেন মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন মীরু, আবদুর রাজ্জাক মাস্টার, ননী গোপাল ভট্টাচার্য, মীর রওশন আলী মনা, আমার ক্লাসমেট পল্লব ভট্টাচার্য(তরুণ), আগাহেলালী মুক্তা, তন্ময় ভট্টাচার্য, নফিজউদ্দিন খান, মানস চৌধুরীসহ অনেকে। আমরা স্যারের নেতৃত্বে বিভিন্ন জাতীয় দিবসে পাবলিক লাইব্রেবীতে অনুষ্ঠান করতাম এবং ছেলেদের নিয়ে মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে শিক্ষা সফর করতাম। সফর শেষে সফর নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতাম। তখন মেহেরপুরে শিশুদের সংগঠন মানেই ধারাপাত খেলাঘর আসর। জাতীয় পর্যায়েও আমরা একবার দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অর্জন করেছিলাম।

মনে পড়ে মতিন স্যার বিএম স্কুলে শিক্ষার্থীদের সাহিত্য ক্ষেত্রে আগ্রহী করতে নিয়মিত দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তিনি প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে আমাকে দেয়াল পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

স্যার আমাকে খুব ভালবাসতেন বলেই যে কোন ভাল কাজে আমাকে ডাকতেন। মনে পড়ে, বিএম স্কুলে তিনি গণ শিক্ষা কার্যক্রম চালু করলেন। আমাকে বললেন, তুমি এখানে শিক্ষকতা করবে। দীর্ঘদিন স্যারের কথামত সেখানে শিক্ষকতা করেছি কোন বেতন ছাড়াই। তবে

সম্মান পেতাম রাস্তাঘাটে। স্কুলের বয়স্ক ছাত্ররা রাস্তায় স্যার স্যার করতেন, তখন ভালই লাগতো।

তিনি ছিলেন মেহেরপুরের একজন সম্মানী মানুষ। তিনি সারা জীবনে ইসলাম ধর্মের সকল নিয়ম-কানুন পুরাপুরি মেনে চলেছেন। সর্বস্তরের মানুষ তাঁকে সম্মান করতো।আমার সৌভাগ্য হয়েছে এই গুণী মানুষটিকে পদক দিয়ে সম্মান জানানো।

গত ১৫ মে ‘১৫ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে এই গুণী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজনে ছিলো আমার গ্রেটার কুষ্টিয়া নিউজ ও মেহেরপুরের শিকড় পরিবার । অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আব্দুল মতিন স্যারের সাথে আরো যারা পদক পান তারা হলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কবি দৈনিক বাংলাদেশ বার্তার সম্পাদক আবদুর রশীদ চৌধরী, বিশিষ্ট গবেষক ও শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ ফজলুল হক, বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক অধ্যাপক হাবিব আনিসুর রহমান, বিশিষ্ট গবেষক ও শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ হামিদুল হক মুন্সী, বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক, কবি ও শিক্ষাবিদ রফিকুর রশীদ, বিশিষ্ট চিকিৎসক আবদুস শহীদ, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও দৈনিক মাথাভাঙ্গার সম্পাদক সরদার আল-আমিন ও বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক আব্দুর রহমান।

পরিশেষে প্রার্থনা করি, আল্লাহ যেন মেহেরপুরের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আবদুল মতিন স্যারের রূহকে জান্নাতুল ফেরদৌসে চিরশান্তি

প্রদান করেন। তাঁর পরিবারের সকল সদস্য, বন্ধুবান্ধব ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রইলো আন্তরিক সমবেদনা।
লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, কলামিষ্ট ও সম্পাদক গ্রেটার কুষ্টিয়া নিউজ

প্রতিমন্ত্রী বনাম স্থানীয় নেতৃবৃন্দ: উন্নয়নের মূল অন্তরায়

মেহেরপুর আওয়ামী লীগের রাজনীতি হঠাৎ করে নতুন সমীকরণ দেখা গেল। আওয়ামীলীগ ও অঙ্গ সংগঠনের ত্যাগী নেতারা এক মঞ্চে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপির বিরুদ্ধে বিষদগার হয়ে উঠলেন।

স্থানীয় সরকারের উন্নয়নে বিশেষ করে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও

পৌরসভার উন্নয়ন কাজের বাধাগ্রস্থ করার অভিযোগ তুলেছেন। স্থানীয়র সরকারের তিনটি বিভাগেই আওয়ামী লীগের জনপ্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও তারা প্রতিমন্ত্রীর দ্বারা বাধাগ্রস্থ হচ্ছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন।

গত বুধবার বিকালে মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে মেহেরপুর শহর আওয়ামীলীগের আয়োজনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে বিশেষ বর্ধিত সভায় নেতারা জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে এক হাত নেন। বক্তারা যার যার স্থান থেকে প্রতিমন্ত্রীর বিষদগার করেন। একই সঙ্গে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকেরও সমালোচনা করে তাঁকে সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালনের আহবান জানান।

স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে মুজিবনগর অধ্যূষিত মেহেরপুরে এই প্রথম একজন প্রতিমন্ত্রী উপহার দেন প্রধানমন্ত্রী। যা মেহেরপুর বাসীর জন্য গর্বের বিষয় ছিল। আওয়ামীলীগের গর্বের ছিল। কিন্তু একটি বছরের ব্যবধানে আওয়ামীলীগের ত্যাগী নেতাদের কোনঠাসা করে তোলায় তাদের অন্তর্জালা সেদিন প্রকাশ্য রুপ নেয়। শতশত নেতাকর্মীদের উপস্থিতি প্রকাশ্য ত্যাগী নেতারা জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে তার ভুল শোধরানোর আহবান জানান। না হলে অবাঞ্চিত করার হুঁশিয়ারি দেন।

নেতাকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে কৌশলে প্রতিমন্ত্রী রাজত্ব করতেই পারতেন। কিন্তু তিনি নেতাকর্মীদের প্রতি ভরসা না রেখে আমলাদের উপর ভরসা করেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিজ দলীয় জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ডিসি এসপিকে নিয়ে মঞ্চে উপবিষ্ট থাকেন। যেগুলো বিভিন্ন সময় রাজনীতির টেবিলে সমালোচার জন্ম দেয়।

সকল সমালোচনা, বৈরিতা দুর করে তিনি জেলা আওয়ামীলীগের ত্যাগী নেতাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবেন আমরা এমনটা প্রত্যাশা করি। সকল কিছু ভলে জেলার উন্নয়নে , এলাকার উন্নয়নে তিনি ভূমিকা রাখবেন, স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম কোন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে জেলাকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যাবেন এমনটা প্রত্যাশা করি।

মেপ্র/সম্পাদকীয়

আরো পড়ুন: প্রতিমন্ত্রীকে অবাঞ্চিত করার হুঁশিয়ারি, ডিসিকে নিরপেক্ষ থাকার আহবান

বিআরটিএ অফিসের হয়রানি বন্ধ হবে কবে?

মোটরসাইকেলের লাইসেন্সের জন্য ফাইল জমা দিতে আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয় মেহেরপুর বিআরটিএ অফিসের মাষ্টাররোলে কর্মরত কর্মচারীদের। এই টাকা বিভিন্ন ভাবে ভাগ হয়ে কাজটি সম্পন্ন করা হয়। বিআরটিএ অফিসের নিম্মশ্রেণীর কর্মচারী থেকে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা এই ভাগ পেয়ে থাকেন। দির্ঘদিন ধরে এই রেওয়াজ চলে আসছে। এ ব্যাপারে তেমন কোন ভুমিকা চোখে পড়ছে না।

মাঝে দু’একবার দুদক থেকে টিম এসে অভিযান চালিয়ে কয়েকজন মাষ্টাররোলে কর্মরত কর্মচারীদের অফিস থেকে বের করে দিয়েছেন। কিন্তু নতুন করে আবারো কিছু কর্মচারী সেখানে কাজ করছেন। তাহলে ব্যাপরাটা কি দাড়াল। এর বাইরে রয়েছে অফিস মুখী বেশ কিছু দালাল। তাদের দাবি আরো বেশি। অফিসের স্টাফদের সাথে যোগসাজশ করে ও্ই সকল দালাল বেশি টাকা হাতিয়ে নিয়ে কাজ করছেন।

একজন গ্রাহক নিজে গিয়ে হয়রানি হলেও দালালরা ওই সকল সুযোগগুলোকে কাজে লাগাচ্ছে। গ্রাহকদের খরচ ও সময় দুটোই নষ্ট হচ্ছে। আবার একা করতে হয় তাহলে মাসের পর মাস এমনকি বছরও কেটে যাচ্ছে ।

নতুন সড়ক আইনে জেল জরিমানা বৃদ্ধি পাওয়ায় গাড়ির মালিক ও চালকদের মধ্যে এক ধরণের আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বিগত সময়ের থেকে বর্তমানে অনেক বেশি আবেদন জমা পড়ছে বিআরটিএ অফিসে। লোকবলের অভাব থাকলে সেখানে জনবল নিয়োগ দিয়ে কাজের গতি বৃদ্ধি করতে হবে। একই সঙ্গে অফিসকে দুর্নীতি মুক্ত ও হয়রানি মুক্ত করতে হবে।

মেপ্র/সম্পাদকীয়

জনপ্রতিনিধিদের আচরণ জনমুখী হতে হবে

জনশুমারী ও গৃহগণনা -২০২১ এর লিষ্টিং অপারেশন ও মুল শুমারীর তালিকাকারী, গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের ভাইভা বোর্ড থেকে বের করে দিয়ে একজন জনপ্রতিনিধি কতটুকু সম্মানের কাজ করেছেন তা কেবল তিনিই জানেন। নিজের সম্মান রক্ষার্থে যারা অপরের সম্মান নিয়ে চিন্তা করেন না প্রকৃতপক্ষে তারা কখনোই সম্মানীত হন না।

এ ধরণের একটি ঘটনা ঘটেছে গত রবিবার গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে। ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন এ ধরণের ঘটনা ঘটিয়েছেন। ভাইভা বোর্ডে তাকে না রাখায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি পরীক্ষার্থীদের বাইরে বের করে দেন।
ভাইভা বোর্ড থেকে পরীক্ষার্থীদের বের করে দেওয়ার পর বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে তিনি উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করেন। ফলে সেখানে বিশৃঙ্খলা পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

জানাগেছে, ওই দিন গণনাকারী ও সুপারভাইজারদেও ভাইভা পরীক্ষা ছিল। নিয়মানুযায়ী উপজেলার তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের প্রার্থীরা ভাইভা বোর্ডে অংশ নিয়েছিলেন। ভাইভা বোর্ডে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানকে না রাখায় তিনি সংক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে তার স্বামী সাহাবদ্দিন এমনটি জানিয়েছেন।

এ কারণে প্রায় আধা ঘন্টা ভাইভা পরীক্ষা নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হয়েছিল ভাইভা বোর্ডকে । পরবর্তিতে উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার হস্তক্ষেপে বিষয়টি নিরসণ হয়।

কিন্তু ভাইভা বোর্ড থেকে যাদের বের করে দেওয়া হলো তাদের মনে কি ধরণের রেখাপাত ঘটতে পারে? জনপ্রতিনিধি সম্পর্কে তাদের ধারণাটা কেমন হতে পারে? একজন জনপ্রতিনিধির আচরণের কারণে অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের উপরও তাদের বিরুপ মনোভাব তৈরি হওয়ার আশংকা থেকে যায়। ফলে জনপ্রতিনিধি সকল কিছু বিবেচনায় নিয়ে জনমুখী আচরণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে।

মেপ্র/ইএম

সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ জরুরী

সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো ও পঙ্গুত্ব বরণের মিছিল ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কেউ হারাচ্ছে একমাত্র স্বজনকে, কেউ হারাচ্ছেন পরিবারের একমাত্র ভরসার অভিভাবককে। আবার পঙ্গুত্ব বরণ কেও শারিরীক প্রতিবন্ধী হয়ে যাচ্ছেন অনেকে। কিন্তু কোনমতেই থামানো যাচ্ছে না সড়ক দুর্ঘটনা।

গত রবিবার মেহেরপুরে একটি পরিবারের একমাত্র সন্তান হারাতে হয়েছে সড়ক দুর্ঘটনাতে। একই দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন বাবাও। পরিবারটির অবস্থা কেমন যাচ্ছে সেটা সহজেই অনুমেয়। একই দিন পৃথক তিনটি সড়ক দুর্ঘটনায় আরো ৬জন আহত হয়েছেন। জাতীয় পত্রিকাগুলো খবরে জানা গেছে, ওই দিন সারাদেশে আরো ১১ জন প্রাণ হারিয়েছেন। আহত হয়েছেন ২৭ জন। একদিনের এই পরিসংখ্যান নি:সন্দেহে ভয়াবহ চিত্রের কথায় স্মরণ করিয়ে দেয়।

ভয়াবহ এই দুর্ঘটনা প্রতিরোধে উপায় কি? কি ভাবে নিরাপদ ভাবনায় থাকবেন পরিবারের লোকজন। পরিবারের একটি সদস্য কোন কাজে বাইরে গেছেন, সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে তাকে বাসায় ফেরত পাবেন কি না এনিয়ে প্রত্যেকেরই এখন দু:শ্চিন্তা। একটি প্রাণ চলে যায়, তার শোক বয়ে বেরাতে হয় পরিবারের সকলকে। পাশাপাশি যারা পঙ্গুত্ব বরণ করেন তারা পরিবারের বোঝা হয়ে যায়। যা কখনোই সে নিজেকে বোঝাতে পারে, না পারে অন্য কাউকে। শারিরীক অক্ষমতা কতটা অসহায় করে তোলে একমাত্র তিনিই বোঝেন যিনি এই পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন।

এর থেকে পরিত্রানের উপায় কি? আমরা কি একটি নিরাপদ সড়ক পেতে পারি না। নিরাপদ সড়ক পেতে যে সকল ক্ষেত্রগুলোতে ভুমিকা রাখা দরকার আমরা কি সেগুলো করতে ব্যার্থ হচ্ছি। জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন এবং আমরা (জনগণ) যার যার অবস্থান থেকে নিরাপদ সড়কের কথা একটি বারও ভাববো না।

প্রত্যেকের নিজ অবস্থান থেকে যদি ভাবনার একটি জায়গা তৈরি করতে সক্ষম হয় অবশ্যই এই সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভভ হবে। সড়কে অনিবন্ধিত মোটরযান, ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানো থেকে

বিরত রাখা এবং গাড়ি চালক ও পথচারী সকলের মধ্যে সচেতনা বৃদ্ধি করাতে পারলে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব হতে পারে। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভুমিকা পালন করতে হবে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনকে। পাশাপাশি সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহিৃত করে জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করতে হবে।

মেপ্র/ইএম

সম্ভাবনাময় ফ্রিল্যান্সিং পেশা

বাংলাদেশের চাকুরীর বাজার খুবই নাজুক অবস্থায় আছে, যেখানে ৪৭% শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বেকার। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে সারা দেশে ২৬ লাখ ৭৭ হাজার বেকার আছেন।

বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত “বাংলাদেশ স্কিলস ফর টুমরোস জবস” প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের কলেজগুলো থেকে স্নাতক সম্পন্ন করা ৭০ শতাংশ বেকার থাকে। যেখানে পর্যাপ্ত চাকুরীর ক্ষেত্র তৈরি হয় না, সেখানে বিকল্প পেশা হিসাবে সম্মানজনক অবস্থায় আছে ফ্রিল্যান্সিং বা মুক্তপেশা।

ফ্রিল্যান্সিং খাতে বাংলাদেশ বেশ ভাল অবস্থানে আছে, বিশ্বে বাংলাদেশের দক্ষ পেশাদারদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে শত কোটি টাকার। হিসেব মতে বাংলাদেশে ফ্রিল্যান্সার আছে ৫ লক্ষাধিক।

ফ্রিল্যান্সিং কি?
ফ্রিল্যান্সিং মূলত একটি পেশার ধরণ। আমরা সাধারণত মনে করি দুই ধরণের পেশা, চাকুরী বা ব্যবসা। কিন্তু আরেক ধরণের পেশা আছে, যার নাম আমাদের জানা ছিল না, সাম্প্রতিক জনপ্রিয়তা পাওয়া পেশা। যেমন ইমারত নির্মাণকর্মী বা রাজমিস্ত্রির পেশাকে আপনি কি বলবেন? চাকুরী নাকি ব্যবসা? একই ভাবে রিক্সাচালক, ইলেক্ট্রিশিয়ান, নাপিত, ধোপা। যারা প্রোজেক্ট ভিত্তিক কাজ করে এর মধ্যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, সাংবাদিক, ঠিকাদার ইত্যাদি।

ফ্রিল্যান্সিং হল কোন প্রতিষ্ঠানে পার্মানেন্ট চুক্তিবদ্ধ না

হয়ে বরং প্রোজেক্ট ভিত্তিক কাজ করা। ফ্রিল্যান্সিং করে আসছে মানুষ শত বছর ধরে। একটি রিক্সাচালকও ফ্রিল্যান্সার বা মুক্তপেশাজীবী। যাদের কাজের স্বাধীনতা আছে, ইচ্ছা হলে চালাবে, ইচ্ছা না হলে চালাবে না।

ফ্রিল্যান্সাররা মূলত কোন একটি কাজের উপরে বিশেষভাবে দক্ষতা অর্জন করে এবং এদেরকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মাসিক বেতন দিয়ে রাখা সম্ভব নয় বা কেউ রাখে না। যেমন নাপিত বা ডাক্তার বা উকিল, নাপিতকে বেতন দিয়ে না রেখে যখন লাগবে তাকে কাজে লাগানো এবং সেই মোতাবেক পরিশোধ করা ভাল।

ফ্রিল্যান্সারদের আয়ের পরিমানও বেশি। যেমন মেহেরপুরের একটি অটোরিক্সা চালক কমপক্ষে ২০-৩০ হাজার টাকা মাসিক আয় করেন, যেটা তাঁর যোগ্যতা এবং স্বাভাবিক বেতনের থেকে কয়েক গুণ বেশি। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ওয়েব ডেভেলপার বা ঠিকাদারের কথা নাই বা বললাম।

তাহলে আউটসোর্সিং কি?
মনে করেন আপনাকে আমঝুপি থেকে মেহেরপুরে যেতে হবে, নিজের পরিবহন নাই। আপনি রহিম নামের একজন রিক্সাচালককে ভাড়া করলেন। এখানে রহিম হল ফ্রিল্যান্সার, আর আপনার যেহেতু গাড়ি নাই, আপনি রহিমের সার্ভিসটি আউটসোর্স করলেন। মানে ক্লাইন্ট করে আউটসোর্সিং আর ফ্রিল্যান্সার করে ফ্রিল্যান্সিং।

ফ্রিল্যান্সার হতে কি কি লাগে?
ফ্রিল্যান্সারদের মূল বিনিয়োগ হচ্ছে তাঁদের দক্ষতা। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা ওয়েব ডেভেলপার বা গ্রাফিক ডিজাইনার বা মার্কেটিং এক্সপার্ট হতে হলে আপনাকে অবশ্যই দক্ষতা অর্জন করা পর্যন্ত ধৈর্যশীল হতে হবে। কাজ বুঝার বা কাজ করার মত ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। ফ্রিল্যান্সার হওয়া যেমন কঠিন, তেমন একজন সফল ফ্রিল্যান্সারের আয়ও কম নয়। কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্যশীল হওয়া, নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া, শেখার ইচ্ছা প্রবল থাকা।

ফ্রিল্যান্সিং কিভাবে শিখবেন?
আমি মূলত অনলাইন প্রোফেশনাল হওয়া বা অনলাইনের কাজ গুলোর কথাই বলছি। কোন ভাবে ভেবে নেবেন না আমরা অনলাইনে কাজ করি, অনলাইন হল আমাদের শুধুই কাজ পাওয়ার মাধ্যম মাত্র।

মনে করেন আপনি একটি ইকমার্স ওয়েবসাইটে গিয়ে একটি টি-শার্টের

অর্ডার দিলেন, ওনারা আপনাকে প্রোডাক্ট সুন্দরবন কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিল। এখানে ইকমার্স অনলাইনের মাধ্যমে একটি অর্ডার বা ক্লাইন্ট পেল, বাকি কাজ গুলো স্বাভাবিক। আমরাও অনলাইনের মধ্যে কাজ পায়, বাকি কাজ গুলো স্বাভাবিক ভাবেই করতে হয়।

আগে আপনি ঠিক করুন আপনার কি ধরণের কাজ করতে ভাল লাগে। যেমন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, গ্রাফিক ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিং, অ্যাকাউন্টিং, এইচআরএম ইত্যাদি, প্রয়োজনের গুগলে সার্চ করে দেখে নিন কি কি কাজ অনলাইনে পাওয়া যায়। তার উপরে ভিত্তি করে আপনি স্থির করুন আপনি কোন কাজে ভাল বা আপনার জন্য কোন কাজটা ভাল হবে।

সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ বা সফল ফ্রিল্যান্সারের সাথে আলাপ করতে পারেন। নির্বাচিত বিষয় নিয়ে ইউটিউবে বা গুগলে সার্চ করুন। অনেক ইউটিউব চ্যানেল পাবেন যারা টিউটোরিয়াল দিচ্ছে বা অনেক ওয়েবসাইট আছে যারা অনলাইন কোর্স দিচ্ছে। যেমন ইশিখন, টেন মিনিট স্কুল ইত্যাদি।

মেহেরপুরে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে যারা ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনিং দেয় এবং আমঝুপিতে অল্টারনেটিভ স্কুল নামের একটি প্রতিষ্ঠান আছে যারা ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনিং দেয়। যারা ঢাকাতে আছেন বা অন্য জেলাতে আছেন খোঁজ নিয়ে দেখুন উক্ত এলাকাতে ট্রেনিং দেয় এমন প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে, না থাকলে অনলাইন কোর্স করুন।

যেহেতু অনেক কিছু শিখতে হয় আমি ব্যাক্তিগত ভাবে কোন এক্সপার্ট বা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার কথায় বলব। সঠিক দিক নির্দেশনা, মোটিভেশন এবং শাসন পাবেন। আর নতুনদের জন্য শুধু অনলাইন থেকে শিখতে বেশ কঠিন হতে পারে।

কাজ শিখে কাজ পাবেন কোথায়?
অনলাইনে এই জাতীয় কাজের অনেকগুলো ওয়েবসাইট বা মার্কেটপ্লেস আছে। যেখানে যে ক্লাইন্টের বা কোম্পানির কাজ আউটসোর্স করা লাগে, তাঁরা মার্কেটপ্লেস গুলোতে জব পোস্ট করে রেখে দেন এবং ফ্রিল্যান্সাররা উক্ত জবে এপ্লিকেশন করেন।

ক্লাইন্টের পছন্দ হলে ক্লাইন্ট আপনাকে হায়ার করবেন। কাজ করাবেন এবং উক্ত মার্কেটপ্লেসেই আপনাকে আপনার পারিশ্রমিক হিসাবে টাকা বা ডলার দিয়ে দেবেন।

উক্ত টাকা বা ডলার আপনি বাংলাদেশের যেকোনো ব্যাংকে উত্তোলন

করতে পারবেন, আপনার নিজের ক্রেডিট কার্ড বা পেপ্যাল থাকা বাধ্যতামূলক না। আপওয়ার্ক, ফ্রিল্যান্সার ডট কম, ফাইবার, পিপল পার আওয়ার, গুরু, বাংলাদেশী বিল্যান্সার জনপ্রিয় মার্কেটপ্লেস গুলোর অন্যতম।

আমি কেন ফ্রিল্যান্সিং পেশা বেছে নিলাম?
আমার ছোটবেলা থেকে আইটির প্রতি অনেক আগ্রহ ছিল। পারিবারিক চাপে বিবিএ এবং এমবিএ করলেও আইটিতে কিছু একটা করার প্রবল ইচ্ছা ছিল আমার।

২০০৯ সালের ঢাকা থাকাকালীন সময়ে আমি ফ্রিল্যান্সিং শুরু করি। ফ্রিল্যান্সিং ভাল লাগায়, কর্পোরেট চাকুরী ছেড়ে আমি ফ্রিল্যান্সিং-এই মন দেই, পরে ২০১০ সালে ঢাকা থেকে মেহেরপুরে চলে আসি। ফ্রিল্যান্সিং-এ স্বাধীনতা, স্বাভাবিক চাকুরীর থেকে বেশি আয়ের সুবিধা, নতুন কিছু করার সুবিধা, বিদেশি ক্লাইন্টদের বন্ধুত্বসুলভ আচরণের কারণে ফ্রিল্যান্সিংকে পেশা হিসাবে বেছে নেই।

ফ্রিল্যান্সিং-এ মেহেরপুর
পার্শ্ববর্তী জেলার থেকে মেহেরপুরের ফ্রিল্যান্সিং খাতটি খুবই নাজুক অবস্থানে আছে। আপওয়ার্ক মার্কেটপ্লেসে সার্চ করে দেখা যায়, ১০২ জন নিবন্ধিত ফ্রিল্যান্সার আছে, যার মধ্যে ১৭ জন ফ্রিল্যান্সার আয় করতে পেরেছে, ৬-৭ জন ফ্রিল্যান্সিংকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছেন।

ফ্রিল্যান্সার ডট কমে সার্চ করে দেখা যায় ৪৯৫ জন (কম-বেশি হতে পারে) ফ্রিল্যান্সার হিসাবে নিবন্ধন করেছেন কিন্তু আয় করতে পেরেছেন মাত্র ৩২ জন। যার মধ্যে ৭-৮ জন ক্যারিয়ার হিসাবে ফ্রিল্যান্সিংকে বেছে নিয়েছেন।

যেখানে অন্য পেশার থেকে স্বাধীনতা বেশি, চাকুরীজীবী বা ছাত্র বা গৃহিণীরাও ঘরে বসে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন, এবং মেহেরপুরে যেহেতু পর্যাপ্ত চাকুরীর ক্ষেত্র নাই, সেখানে এই পরিসংখ্যান কোন ভাবেই আশার আলো দেখায় না। বাংলাদেশে অনেক জেলায় আছে যারা এই সুযোগ গুলোকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের এগিয়ে নিচ্ছেন, আয়ও করছেন বৈদেশিক মুদ্রা। মেহেরপুরে এই সম্ভাবনাময় খাতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে অনেক বেকারের কর্মসংস্থান করা সম্ভব।

লেখকঃ প্রধান নির্বাহী, ইউনিক সফটওয়ার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি-

বাংলাদেশ

ইটভাটায় কাঠ পোড়ানো বন্ধ করতে হবে

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের তৎপরতায় জেলায় এবছর ব্যারেল চিমনির ইটভাটা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু ফিক্সড চিমনিগুলোতে কয়লার পরিবর্তে জ্বালানি হিসেবে কাঠ পোড়ানো হচ্ছে। আর এই কাঠ সংগ্রহ করতে উজাড় হচ্ছে বন জঙ্গল, কাটা হচ্ছে গাছপালা। ফলে পরিবেশ বিপন্ন হচ্ছে।

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ এর ৬ ধারায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, অন্য যে কোন আইনে যাই বলা থাক না কেন কোনভাবেই ইটভাটায় কাঠ পোড়ানো যাবে না। এই ধারা লঙ্ঘন করলে তিন বছরের জেল অথবা তিন লক্ষ টাকা জরিমানা এবং উভয়দন্ডও হতে পারে।

এই আইনকে বৃদ্ধাঙ্গলী দেখিয়ে ইটভাটা মালিকরা দেদারছে কাঠ পোড়াছে। যার পরিমাণ হিসেবের বাইরে। এভাবে চলতে থাকলে বন উজাড় হবে। পরিবেশ বিপন্ন হবে।

ব্যারেল চিমনির ইটভাটা গুলোকে যেমনভাবে কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করে বন্ধ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের উচিৎ হবে একই ভাবে ইটভাটায় কাঠ যাতে না পোড়ানো হয় সেক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করা। তা না হলে একই ঘটনায় দুই নীতি মানার মত অবস্থা তৈরি হবে।

এতে সাধারণ মানুষ প্রশাসনের প্রতি আস্থা হারাবে। জেলা প্রশাসন পরিবেশ বিপন্নের হাত থেকে এলাকাকে মুক্ত করবে এমনটাই প্রত্যাশা করি।